সংবাদ

তারিখ 15 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

স্কুল শিক্ষা অফিসে নাম আছে শিক্ষকের, গেজেটে নেই!

প্রতিনিধি, আমতলী (বরগুনা)

বরগুনার আমতলী পৌর শহরের খোস্তাকাটা বেগম নুরজাহান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষক নেছার উদ্দিনের নাম গেজেটে নেই। আছে বিদ্যালয় ও শিক্ষা অফিসে। এনিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিসে। হতবাক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকরা। গেজেটে আছে হাফসা সিদ্দিকী নাম। উপজেলা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা বলছেন তাদের প্রেরিত প্রতিবেদনে হাফসা সিদ্দিকীর নাম ছিল না। প্রশ্ন হচ্ছে গেজেটে ওই নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কীভাবে? এনিয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক নেছার উদ্দিন। জানাগেছে, ২০০৮ সালে আমতলী পৌর শহরের ৩নং ওয়ার্ডে খোস্তাকাটা বেগম নুরজাহান বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়। এর মধ্যে মো. নেছার উদ্দিন নিয়োগ পেয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আসছে। ২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের ৩৮. ০০৭. ০১৫. ০০০. ১৬. ০০২০১৩-১১৪৩নং স্মারকে ২য় ধাপে জাতীয় করণকৃত বিদ্যালয়ের তালিকা জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস কর্তৃপক্ষকে তথ্য প্রেরণের পত্র দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই পত্রের আলোকে আমতলী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস গত ৮ ডিসেম্বর ৯৩৭/২০১৪নং স্মারকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার যোতিশ চন্দ্র শীল স্বাক্ষরিত ওই বিদ্যালয়ের মো. নেছার উদ্দিনসহ ৪ নিয়মিত শিক্ষকের নাম সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। ৎমন্ত্রণালয়ে সরবরাহকৃত তথ্যের সংশোধনী চেয়ে পুনরায় ৩০ জুন ২০১৬ তারিখের ৩৮. ০০৭. ০১৫. ০০০. ০৬.০১.২০১৪-২০৩ স্মারকে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য উপজেলা ও জেলা শিক্ষা অফিসকে পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রের আলোকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ওই বছরের ২৭ জুলাই ৫৬৩নং স্মারকে শিক্ষা অফিসার মু. জাহিদ উদ্দিন এবং ২৮ জুলাই ১৩২২নং স্মারকে জেলা শিক্ষা অফিসার মো. আবদুল মজিদ স্বাক্ষরিত নেছার উদ্দিনসহ ৪ শিক্ষকের নাম সম্বলিত ওই বিদ্যালয়ের একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। সর্বশেষ মন্ত্রণালয়ের ওয়ের সাইডে উপসচিব গোপাল চন্দ্র দাস স্বাক্ষরিত একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। ওই ওয়েব সাইডে এ বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেছার উদ্দিনের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওই বিজ্ঞপ্তিতে কোন সংশোধনী থাকলে এ বছর ৩০ জুলাই মন্ত্রণালয়ের বিদ্যালয় অধিশাখা-১ জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু আমতলী উপজেলা ও বরগুনা জেলা শিক্ষা অফিস মন্ত্রনালয়ে কোন সংশোধনী প্রেরণ করেনি।